36

দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1991

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ভার্সিটিতে আধিপত্যের জন্য সন্ত্রাস চালান হচ্ছে ঃ ভিসি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চালান হচ্ছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার ও দখলের জন্যেই সন্ত্রাস চলেছে। তিনি বলেন, এই সশস্ত্র সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তর থেকে হচ্ছে না। এ সন্ত্রাস বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত।

গতকাল টিএসসিতে জাতীয় অভিভাবক সমিতি আয়োজিত সন্ত্রাস বন্ধ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া শীর্ষক অভিভাবক সম্মেলনে ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে তিনি এ বক্তৃতা দেন।

প্রসেফর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, অস্ত্রের বলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমি সরকারের লোক নই। আমি বিরোধী দলের লোকও নই। আজ আমার সততার

(৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

আধিপত্যের জন্য সন্ত্রাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি কেন নিঃশঙ্ক চিত্তে কাজ করতে পারি না? আমাকে কেন প্রাণ ভয়ে অফিস করতে হয়? অভিভাবকদের কাছে আমার প্রশ্ন ভাইস-চ্যান্সেলররা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে কি আপনারা কোন দিন আন্দোলন করেছেন?" তিনি বলেন, আমি সখ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিনি। গত ৩০শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা না হলে আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটত। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির কাছে কোন অস্ত্র নেই। ভাইস-চ্যান্সেলর অস্ত্র সরবরাহ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অস্ত্রধারী বডিগার্ড নিয়ে চলেন না।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভাইস-চ্যান্সেলর হওয়ার পর রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। ভিসি হওয়ার আগে আমি আমার বিভিন্ন একাডেমিক কাজে বিদেশে যেতে পারতাম এখন আমি বিদেশে যেতে পারি না। ভিসি হওয়ার পর শুধু এ দায়িত্বের জন্য আমি ব্যক্তিগত অনেক কাজ বাদ দিয়েছি। কিন্তু আজ আমার সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকায় এখন কমপক্ষে ১০ হাজার অভিভাবক আছেন। কিন্তু এ সমাবেশে এসেছেন দু'শয়ের মত অভিভাবক। অভিভাবকদের কি কোন দায়িত্ব নেই? তিনি বলেন, অভিভাবকরা একজন সন্তানের জন্য ভাবেন। কিন্তু আমাকে ভাবতে হয় ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরকে নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তাদের দলে কোন অস্ত্রবাজ থাকবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসের উপর আলোচনার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি সেদিন সংসদে গিয়ে পুরো বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু বিস্মিত হয়েছি। একজন সংসদ সদস্যও বললেন না যে, আমার দলে কোন সন্ত্রাসী থাকলে তাকে বের করে দেয়াহবে।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করে বলেন, ৭০ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ৮৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, ১২শ শিক্ষক, ৫ হাজার কর্মচারী এবং তাদের পরিবার। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে এখন প্রায় ৫০ হাজার সদস্য। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা ছিল ৬শ একর। এখন ২৫০ একর। ২১০টি কলেজের পরিচালনার ভার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। সোয়া লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিন্তা করতে হচ্ছে। কিছু সমস্যা তো থাকবেই।

চালান হচ্ছে ঃ ভিসি

অঙ্গ সংগঠন সামলাতে হবে। অস্ত্র তুলে নিতে হবে। সন্ত্রাসীদের পরিত্যাগ করতে হবে।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, আমরা উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত অভিভাবকরা এখানে মিলিত হয়েছি শিক্ষাঙ্গনে শান্তির কথা বলবার জন্য। আমরা আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ জানাচ্ছি। আমরা বলতে চাই সহিংসেতা ও সন্ত্রাস আমাদের কাম্য নয়। তিনি বলেন, অতীত খুব দূরে না। আমাদের হাতে অস্ত্র ছিল না। কিন্তু বিরাট স্বৈরাচার, যার ছিল অস্ত্র, অর্থ ও বাহবল। আমরা তাকে সরিয়েছি। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের সুযোগ নিয়ে স্বৈরাচারের লোকজন আবার তৎপর। আমার বুক শিউরে উঠছে। তিনি বলেন, সরকারকে ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলতে হবে। আর রাষ্ট্র এবং সরকার যদি সন্ত্রাসে মদদ দেয় তবে বলব নতুন স্বৈরাচার। দেশবাসী সাবধান।

খন্দকার মাহবুবউদ্দীন বলেন, রাজনৈতিক কারণে ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করা হবে না এ মর্মে রাজনৈতিক দলগুলোকে সমঝোতায় আসতেহবে।

এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী দলীয় স্বার্থে ছাত্রদেরকে সৈন্য হিসাবে ব্যবহার না করার আহবান জানিয়ে বলেন, রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করুন, কিন্তু ছাত্রদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন না। তিনি বলেন, এখন আমরা বলতে পারব না আমরা স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে আছি। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফসল। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এ সরকার নির্বাচিত হয়েছে। সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। ভুল করলে জনগণ আর নির্বাচিত করবে না।

শিক্ষকদের ভূমিকার সমলোচনা করে এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যে ভূমিকা নেয়া উচিত তারা তা করছেন না। অনেক শিক্ষক ছাত্রদের তাদের মতবাদ ও স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেন। এটা লজ্জাজনক। শিক্ষকদের এটা পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন, উচ্চপদে যারা আছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশুনা করছে। সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সন্ত্রাস দমনে তিনি অভিভাবকদের ব্রিগেড গঠনের পরামর্শ দেন।

আলোকচিত্র শিল্পী মোহাম্মদ কামরুজ্জামান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, সরকারের উপর সকল দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস দূর হবে না। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেই সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে জানতে চান সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে তিনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা তিনি তৈরী করেছেন কিনা, সরকারের সঙ্গে এসব সন্ত্রাসীদের নিয়ে কথা বলেছেন কিনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের কাছেও তিনি গিয়েছেন কিনা। তিনি বলেন, শিক্ষকদের কোন্দলও অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের কারণ। জনাব কামরুজ্জামান আজকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানান। এসময় উপস্থিত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবীতে স্লোগান দেয়।

ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তৃতার সময় 'আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে, খুলে দাও'-- স্লোগান উঠলে প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, ছাত্র ভাইয়েরা আগামীকাল বললেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব নয়। এর একটা প্রক্রিয়া আছে। তবে খুব শীগগীরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে।

অভিভাবক সমিতির সভাপতি ডাক্তার এ এম জামানোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, এডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দীন, ডাক্তার ক্যাপ্টেন আবদুল বাছেত, এম এ মোহাইমেন, ডক্টর আবদুল বাতেন খান, এডভোকেট এস এম এ মালেক, এন আই চৌধুরী, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহাদত আলী, মোঃ আলমগীর প্রমুখ।

আলোচনায় সভায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহাদত আলীর বক্তৃতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি সন্ত্রাসের জন্য সরকারকে দায়ী করেন এবং সংসদে সন্ত্রাসের বিষয়ে আলোচনার দিন সংসদ নেত্রীর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ বক্তৃতার প্রতিবাদ জানিয়ে বিএনপি নেতা এন আই খান বলেন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পক্ষপাতমুক্ত বক্তব্য রেখেছেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি পক্ষপাতহীন ভূমিকা রাখতে পারেননি। নিরপেক্ষভাবে কথা বললে এর প্রতিবাদ করতাম না। তিনি বলেন, এরতরফাভাবে সরকারকে দোষারোপ করা তার উচিত হয়নি। সন্ত্রাসের জন্য শিক্ষকদের মধ্যকার কোন্দল ও নোংরা রাজনীতি কতটা দায়ী তাও দেখতে হবে। তিনি আরও বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কি শুধু শেখ মুজিরই করেছিলেন? আর কোন নেতা কি শোষণমুক্ত সমাজ চাননি?

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, সন্ত্রাস আজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে। সন্ত্রাসের কারণে সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ বিপন্নের পথে। সন্ত্রাস হয়ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও গ্রাস করতে পারে। অফিস-আদালতে স্বৈরাচারের দোসররা সুযোগ নিচ্ছে। তারা কানা-ঘুষা শুরু করে দিয়েছে যে, এই কি গণতন্ত্র? কোথায় গণতন্ত্রের স্বাদ? আমার ভয় হচ্ছে।

তিনি বলেন, এক হাতে পতাকা অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাস করতে দেখা যাচ্ছে। এ দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি, তাহলে কি এটা নতুন ধরনের স্বৈরাচার? তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল কেউ সরকারে আছে, কেউ আছে বিরোধী দলে। তারা যদি গণঅভ্যুত্থানের ফসল ভোগ করতে চান তবে তাদের